ই-মেইলে প্রাপ্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল
Web: www.ntcc.gov.bd

স্মারক নং: স্বাপকম/স্বাসেবি/এনটিসিসি/আইন বাস্তবায়ন/১৫/২০২১/১২৭৭ তারিখ: ২৬.১২.২০২১ খ্রি.

বিষয়: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ক পরামর্শ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, **কাজী জেবুন্নেছা বেগম**, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এঁর সভাপতিতে ০৭-১২-২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে করণীয়' বিষয়ক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। এ সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি/অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

হোসেন আলী খোন্দকার
সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ২২৩৩৫৫১৩৫
ইমেইল: ntcc_bangladesh@yahoo.com

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৩. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
৪. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫. সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খানিজ সম্পদ বিভাগ
৬. সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৭. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৮. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৯. সিনিয়র সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১০. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
১৩. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৪. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৫. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
১৬. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৭. সচিব, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
১৮. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১৯. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
২০. অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
২১. যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২২. জনাব মো. হামিদুর রহমান খান, টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট, দি ইউনিয়ন (যুগ্মসচিব, অন-লিয়েন)
২৩. জনাব মো: শফিকুল ইসলাম, হেড অব প্রোগ্রামস্- বাংলাদেশ, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস [অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব]
২৪. জনাব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, লিড পলিসি এডভাইজর, সিটিএফকে [অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিসিআইসি]
২৫. অধ্যাপক ডা. অরুপরতন চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, মানস
২৬. অধ্যাপক ডা গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক, প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি
২৭. অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, প্রধান-এপিডেমিওলজি ও রিসার্চ, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
২৮. উপসচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য ১/ বিশ্বস্বাস্থ্য ২/ স্বাস্থ্য ২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
২৯. ডা. সৈয়দ মাহফুজুল হক, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা;
৩০. এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন;
৩১. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট
৩২. জনাব ইকবাল মাসুদ, পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা আহছানিয়া মিশন
৩৩. জনাব হেলাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন
৩৪. জনাব আমিনুল ইসলাম বকুল, উপদেষ্টা, ডাস
৩৫. জনাব একেএম মাকসুদ, নির্বাহী পরিচালক, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি
৩৬. জনাব আহমেদ স্বপন মাহমুদ, নির্বাহী পরিচালক, ভয়েস;
৩৭. জনাব মো. বজলুর রহমান, সদস্য সচিব, টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি), ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
৩৮. জনাব সাগুফতা সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন
৩৯. জনাব মোহাম্মদ শামীমুল ইসলাম, টিম লিডার-তামাক নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম (বিসিসিপি)

অবগতি/সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
০২। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ক পরামর্শ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;
তারিখ : ০৭ ডিসেম্বর ২০২১, **সময়**: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সভায় উপস্থিতির তালিকা: পরিশিষ্ট ক

০১। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি বলেন যে, তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা–এসডিজি-তে এফসিটিসির বাস্তবায়ন ও অসংক্রামক রোগজনিত অকালমৃত্যু কমিয়ে আনার বিষয়টি যুক্ত করেছে। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি অর্জনকে গুরুত্ব দিয়ে ৭ম ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বসহ তামাক নিয়ন্ত্রণকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সর্বোপরি, দক্ষিণ-এশীয় স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাক নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণায় তিনি বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নে তাঁর সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলেও প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। আলোচ্য আইন বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যকার সভা আয়োজন করা হয়েছে।

সভাপতি বলেন, তামাকজনিত অকালমৃত্যু প্রতিরোধে সকলের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তামাক সেবন ও ধূমপানের কারণে অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তখন তা স্বাস্থ্য বিভাগের বিষয় হয়ে দাড়ায়। সেবনের আগে তামাকের উৎপাদন, বিপণন, প্রচারণা, আমদানী, বিক্রয় ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন।

০২। অতঃপর, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) জনাব হোসেন আলী খোন্দকার সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশান উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তামাকজনিত কারণে বাংলাদেশে বছরে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। এফসিটিসি'র আলোকে সরকার ২০১৩ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫-এর সংশোধনী পাস করে এবং ২০১৫ সালে আলোচ্য আইনের বিধি জারি করে। এ পর্যায়ে তিনি দক্ষিণ-এশীয় স্পিকার্স সামিট ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাক নির্মূলের ঘোষণার ভিডিও ক্লিপ সকলের সামনে তুলে ধরেন। উক্ত ঘোষণায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের নির্দেশনাও প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন, এ আইন বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় রয়েছে। যেমন: আলোচ্য আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের সকল অফিস ধূমপানমুক্ত রাখা ও এজন্য সকল অফিসের প্রবেশ পথ ও অন্যান্য স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করা। এছাড়া আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে আলোচ্য আইন অন্তর্ভুক্ত করা এবং অফিস প্রাঙ্গণ ও ক্যান্টিনে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে আইন বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা যেতে পারে। সর্বোপরি, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/

বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানে ফোকাল পয়েন্ট (পদবী) নির্ধারণ করে তা জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে অবহিত করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

০৩। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন ও তৎপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ড. কাজী কামরুন নাহার বলেন, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নিয়মিত বাজার মনিটরিং করে। এ সময় তামাক পণ্যের মোড়কে আইন অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বার্তা রয়েছে কি না, তা মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ মন্ত্রণালয়ের ভবনসমূহ ধূমপানমুক্ত করতে উদ্যোগ নেয়া হবে। এ পর্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি এসেনসিয়াল কম্যুডিটি এক্ট-১৯৫৬ অনুসারে জরুরি পণ্যের তালিকা হতে 'সিগারেট' বাদ দেয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মাননীয় সংসদ সদস্যগণের এক সভায় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে যেখানে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব সামসুজ্জামান বলেন, সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে কতিপয় ব্যক্তি সে কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। জরুরি পণ্যের তালিকা হতে সিগারেট-কে জরুরি পণ্যের তালিকা হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে পৃথকভাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-এর সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, ভালো কাজে বাধা আসবে – এটা ধরে নিয়েই ভাল কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিধবা বিবাহ, সতিদাহ প্রথা রদ করার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন তাঁরাও অনেক বাধা পেয়েছিলেন। জনস্বাস্থ্য ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে এ সকল বাধা পেরিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিত কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মীর আলমগীর হোসেন বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। তবে, সামান্য কিছু ধূমপায়ী যাত্রী রেলের দু'বগির মাঝে ধূমপান করছে -এ বিষয়টা নিয়ন্ত্রণে রেলপথ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বড় বড় রেল ষ্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদোগ নেয়া হয়েছে যাতে ষ্টেশনে কেউ ধূমপান করতে না পারে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে সচেতনতামূলক কাজ চলমান রয়েছে। এ সময় সভাপতি রেলগাড়ি, রেল স্টেশনের পাশাপাশি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অফিসগুলো আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস এবং এসব অফিসে ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপন নিশ্চিত করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, রেল ষ্টেশনে সবরকম তামাক পণ্য বিক্রয় বন্ধ করা জরুরি। এ বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, রেল ষ্টেশনে ডিসপ্লে বোর্ডে ধূমপানমুক্ত সাইন প্রচার করা হচ্ছে। বর্তমানে রেল ষ্টেশনের ভিতরে তামাক পণ্যের কোন দোকান নেই।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব সামসুজ্জামান বলেন, প্রতিবছর সরকারী কর্মকর্তাগণ এসিআর জমা দেয়, বিভিন্ন পরীক্ষা নেয়া হয় এবং সিভিল সার্জনগণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নেন। এতে ধূমপান/মাদক সেবনের বিষয়টি যুক্ত করার সময় এসেছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যুক্ত করা যায় কি না তা দেখা যেতে পারে। যেমন: পিএসসি'র নিয়োগ ফর্ম এ তামাকের বিষয়টি যুক্ত করা যেতে পারে। যারা ধূমপায়ী/তামাক সেবনকারী তাদের সরকারী চাকুরীতে আবেদন করার প্রয়োজন নেই মর্মে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব রুজিনা সুলতানা বলেন, অলিম্পিকে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে 'ডোপ টেস্ট' করা হয়। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে তামাক/মাদক সেবনের বিষয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে তামাক/মাদকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী চ্যানেলে মাদক বিষয়ে টিভিসি প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তামাক নিয়েও টিভিসি প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, নাটক/সিনেমার পাশাপাশি ইউটিউব ও সোস্যাল মিডিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়গুলো দেখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ডা. অরুপ রতন চৌধুরী বলেন, সচিবালয়ের ক্যান্টিনসহ অনেক অংশে ধূমপান করতে দেখা যায়। সচিবালয়কে ধূমপানমুক্ত করা প্রয়োজন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, টেলিভিশনের চলচ্চিত্র/নাটকে ধূমপানের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী নাটকে ধূমপান ও তামক ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়া চলচ্চিত্রে ধূমপান দৃশ্য দেখানোর ক্ষেত্রে আইন বা বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে না। ধূমপান বা তামাক সেবনের দৃশ্য আছে এমন কোন চলচ্চিত্রকে রাষ্ট্রের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, মাদকের প্রবেশ পথ হচ্ছে ধূমপান। মাদক নির্মুল করতে হলে ধূমপান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি টিভিসিতে যুক্ত করতে হবে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' ঘোষণা বাস্তবায়নে 'রোডম্যাপ' দ্রুত চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। এফসিটিসি'র আলোকে বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনটি আরো শক্তিশালী করা এবং তামাক কোম্পানির সিএসআর কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করা উচিৎ। সভাপতি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি জানান, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনসহ অনেক কাজ চলমান রয়েছে। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার 'রোডম্যাপ' ও 'এনটিসিপি' দ্রতু চূড়ান্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোকে যুক্ত করা হলে তা সফল হবে। এছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ রাখা দরকার।

০৪। পরিশেষে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন (সংশোধিত ২০১৩)' বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের সকল অফিস ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে সকল প্রবেশ পথ ও অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ স্থাপন,	অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ
১। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের সকল অফিস প্রাঙ্গণ ও ক্যান্টিনে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় নিষিদ্ধকরণের অনুরোধ,	অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ
২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অন্তর্ভুক্তকরণের সুপারিশ,	অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ
৩। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় / বিভাগ ও অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট (পদবী) নির্ধারণ করে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলে অবহিতকরণের অনুরোধ,	অংশগ্রহণকারী সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ

পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২১.১২.২০২১
কাজী জেবুন্নেছা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

পরিশিষ্ট ক: সভায় উপস্থিতির তালিকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ক পরামর্শ সভা

সভাপতি : কাজী জেবুন্নেছা বেগম, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ;

তারিখ : ০৭ ডিসেম্বর ২০২১, **সময়:** সকাল ১১:০০ ঘটিকা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সভায় উপস্থিতির তালিকা:

১. জনাব হোসেন আলী খোন্দকার, সমন্বয়কারী (অতিরিক্ত সচিব) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি)।
২. জনাব নিলুফার নাজনীন, যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৩. জনাব মো. হামিদুর রহমান খান (যুগ্মসচিব-অনলিয়েন), টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট ,দি ইউনিয়ন।
৪. জনাব আবু আহমদ সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব, মুদ্রণ ও পরিবহন অধিশাখা, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৫. জনাব নাজমা বেগম, যুগ্মসচিব (সমন্বয় ও আইন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব আবু নূর মো: শামসুজ্জামান, যুগ্মসচিব (পার অধিশাখা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।
৭. অধ্যাপক ডা.অরূপরতন চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা ও সভাপতি ,মানস।
৮. ড. কাজী কামরুন নাহার, উপসচিব (অবা-৪ শাখা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
৯. জনাব মীর আলমগীর হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
১০. জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই পিএএ, উপসচিব (সরকারি মাধ্যমিক-৩), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
১১. জনাব মো: মঞ্জুরুল করিম, উপসচিব (ডি-১), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
১২. জনাব মোল্লা মিজানুর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৩), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩. জনাব আনিসুল ইসলাম, উপসচিব (পরিকল্পনা-১), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪. জনাব রুজিনা সুলতানা, উপসচিব (টিভি-২), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
১৫. মো. শামছুল আলম, উপসচিব (বিধি অধিশাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
১৬. খন্দকার মোহাম্মদ আলী, উপসচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১৭. মো. সাদেকুল ইসলাম, উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১৮. খন্দকার জাকির হোসেন, উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
১৯. জনাব মো: জহিরুল ইসলাম খান (আইন-১ শাখা), উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
২০. জনাব মোহাম্মদ মোবাশশেরুল ইসলাম, উপসচিব (পরিকল্পনা-৩), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
২১. জনাব রহিমা আক্তার, উপসচিব (কারিগরি-১), কারিগরী ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২২. জনাব সিরাত মাহমুদা, উপসচিব (আইন ও বিধি প্রণয়ন শাখা), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ।
২৩. জনাব মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ, উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।
২৪. জনাব মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী, উপসচিব (রাজনৈতিক-৪ শাখা), জননিরাপত্তা বিভাগ।
২৫. জনাব মোঃ শামীমুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা-নীতি ও সমন্বয় শাখা), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২৬. জনাব মোঃ আলমগীর কবির, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন), নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।
২৭. ডা.সৈয়দ মাহফুজুল হক, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
২৮. জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ, সমন্বয়কারী, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট।
২৯. খন্দকার রিয়াজ হোসেন, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি।
৩০. এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, কারিগরি পরামর্শক, দি ইউনিয়ন।
৩১. জনাব সাগুফতা সুলতানা, প্রকল্প পরিচালক, এইড ফাউন্ডেশন।
৩২. জনাব আমিনুল ইসলাম বকুল, উপদেষ্টা, ডাস।
৩৩. জনাব আহমেদ স্বপন মামুদ, প্রধান নির্বাহী, ভয়েস।
৩৪. জনাব মোহাম্মদ শামীমুল ইসলাম, টিম লিডার-তামাক নিয়ন্ত্রণ, বিসিসিপি।
৩৫. জনাব আমিনুল ইসলাম সুজন, প্রোগ্রাম অফিসার, এনটিসিসি।
৩৬. ডা. মোঃ ফরহাদুর রেজা, প্রোগ্রাম অফিসার, এনটিসিসি।